দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৭৫

কম্পিউটার লইয়া চারটি শিক্ষা বোর্ডে বিশৃংখলা

রেজানুর রহমান ॥ কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান হইলেও এই কম্পিউটারকে কেন্দ্র করিয়া দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলিতে শুরু হইয়াছে চরম বিশৃঙ্খলা। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সীমাহীন অব্যবস্থা, অর্থ অপচয় ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। নিজ নিজ বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থানান্তরের দাবীতে বোর্ডের কর্মচারীরা ধর্মঘটে নামিয়াছেন। ফলে দেশের

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

কম্পিউটার নিয়া

(১ম পৃঃ পর)

৪টি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিয়াছে। কোন বোর্ডেই কাজ হইতেছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে কিনা এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়াছে।

মূলতঃ ১৯৯৪ সালে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড যথাক্রমে ঢাকা কুমিল্লা যশোর এবং রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধানমণ্ডির একটি সরকারী ছাত্রীনিবাসে শুরু হয় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের কাজ। একই ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে বিভিন্ন বোর্ডের অফিস বসানো হয়। বোর্ডের ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে। পূর্বের চাইতে কম সময়ের মধ্যে বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কতিপয় ত্রুটি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন ৩৮ নম্বরের জটিলতা এবং সেট কোড বিশৃঙ্খলা। এই দুই সমস্যার কারণে পরীক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামিয়াছিল। সমস্যা সমাধানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে গড় নম্বর দিয়া ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করিয়াছে ঢাকা বোর্ড। এই ধরনের ত্রুটির কারণে কম্পিউটার নিয়া অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। সম্প্রতি রাজশাহী বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ভুল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হইলে কম্পিউটার নিয়া সংশয় আরও বাড়িয়া যায় এবং এ অবস্থায় দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন আন্দোলনে নামিয়াছে। ধানমণ্ডিস্থ কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফেডারেশনের সীমাহীন অভিযোগ। ১৩টি কারণ দেখাইয়া ফেডারেশন নিজ নিজ বোর্ডে কম্পিউটার কেন্দ্র স্থানান্তরের দাবী করিতেছে। ফেডারেশনের মতে, পূর্বে বোর্ডগুলিতে টেবুলেশন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল সঠিক ও নির্ভুল ছিল। কিন্তু কম্পিউটারে ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করায় বোর্ডের সুনাম ক্ষুণ্ন হইতেছে। ফেডারেশনের অভিযোগ, কম্পিউটারে ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর হইতে অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের অনেকেই পাস করিয়াছে। পাসকে ফেল এবং ফেলকে পাস দেখানো হইতেছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্র থাকায় প্রায় প্রতি মাসেই বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাকে ঢাকায় আসিতে হইতেছে। ফলে সরকারের বাড়তি টাকা খরচ হইতেছে।

স্ব স্ব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থাপনের দাবীতে কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে ১৪ই নভেম্বর হইতে। গতকাল ঢাকা বোর্ডে গিয়া দেখা যায়, বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ। ১৯৯৭ সালের এস, এস-সি পরীক্ষার এস, আই, এফ ফরম ও দাখিলা ফরম সরবরাহ বন্ধ রহিয়াছে। পরীক্ষকদের নির্ধারিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও স্থগিত করা হইয়াছে। আন্দোলনের কর্মসূচী জোরদার করার জন্য বিভিন্ন বোর্ডের কর্মচারী নেতৃবৃন্দ এখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন। ফেডারেশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন বকসী বলিলেন, ধর্মঘট হইল আন্দোলনের শেষ ধাপ। কাজেই স্ব-স্ব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থানান্তরের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘটের কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে। এই কারণে '৯৭ সালের নির্ধারিত পরীক্ষা পিছাইয়া গেলেও আমাদের কিছু করার নাই।

কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হইলেও অদ্যাবধি উর্ধ্বতন মহলে এই সমস্যা নিয়া কোন কথাবার্তা হয় নাই। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন আহমেদ বলিলেন, কর্মচারীদের অযৌক্তিক কোন দাবী মানিয়া নেওয়া হইবে না। তিনি বলেন, কর্মচারীদের ধর্মঘটের কারণে বোর্ডের প্রশাসনিক কাজ বন্ধ। অবিলম্বে পরিস্থিতির উন্নতি না হইলে '৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যাইবে কিনা সন্দেহ।

একটি সূত্রের মতে, কম্পিউটারে ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় কর্মচারীদের এখন আর আগের মত গুরুত্ব নাই। ইতিপূর্বে বোর্ডের একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে ফলাফল পাল্টাইয়া দেওয়ার হীন কাজে লিপ্ত ছিল। কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এই চক্রটির অবৈধ আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ফলে কম্পিউটার নিয়া শুরু হইয়াছে বিপত্তি। অপর একটি সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের মত ঢাকায় কেন্দ্রীয় বোর্ড করা যায় কিনা এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলে একটি চিন্তা ভাবনা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড হইলে বোর্ডের কর্মচারীদের বদলি প্রক্রিয়া শুরু হইতে পারে। তাই কর্মচারীরা নিজ নিজ বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থাপনের দাবীতে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছেন।

SHEET — OF — SHEETS